অমৃতস্য পুত্রা

পৃথিবীর সহস্রার রূপী কেন্দ্র স্বরূপ এক অবর্ণনীয় অপার্থিব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত মহিমময় স্থান হল 'শাম্বাল্লা'। শাম্বাল্লা শব্দের অর্থ শান্তির ভূমি। এমনই সুশোভিত, পবিত্র, শান্তিপূর্ণ স্থানই পুরাণপুরুষ ঋষিশ্রেষ্ঠ চতুঃসনের আবাসস্থল ছিল। চতুঃসন অর্থাৎ পরমপিতা ব্রহ্মার চার মানসপুত্র সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। এই চার পুত্রকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা প্রজাসৃজনের আদেশ দিলে তাঁরা অসম্মত হন ও মায়ায় বদ্ধ হতে অস্বীকার করেন। এঁরা সকলেই সত্ত্বের পূর্ণ মূর্তি। শৈশব হতেই এঁরা বেদজ্ঞ ও পরমাত্মার চিন্তায় নিমগ্ন। সৃষ্টির আদিকাল হতে সর্বজন অগ্রজ রূপে বিরাজমান এই যোগীগণ সর্বদাই পঞ্চম বর্ষীয় কুমার স্বরূপ। কালচক্রের নিয়মের অধীনে এঁরা আবদ্ধ নন, তাই বয়ঃবৃদ্ধির প্রকাশ রহিত। সাংখ্য দর্শনের গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও যোগ সাধনার শিখরে উপনীত এঁরাই সর্বপ্রথম পুরুষ। এঁনারাই নিবৃত্তি ধর্মের কর্তব্যের প্রবক্তা ও পৃথিবীতে নিবৃত্তি মার্গের প্রবর্তক। সনৎকুমারাদি ঋষিগণ সর্বদাই নিবৃত্তি মার্গে অন্তর্মুখী ভাবে বিচরণ করতেন। সেই কারণে তাঁদের মধ্যে অধ্যাত্ম জ্ঞান স্ফতঃস্ফূর্ত ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল। সতত হরি স্মরণে মগ্ন এই চার ঋষি সর্বদা একসঙ্গে বাস করতেন ও একসঙ্গে সর্বত্র গমনাগমন করতেন। উপদেশ প্রদানকালে সকলের মুখপাত্ররূপে সনৎকুমারই উপদেশ প্রদান করতেন তাই সনৎকুমারের উপদেশকেই চতুঃসনের উপদেশ বলা হয়। সনৎ শব্দটির অর্থ শাশ্বত আর কুমার শব্দটির অর্থ যৌবন, সনৎকুমার অর্থাৎ শাশ্বতযৌবন। এই ঋষিগণ বহুভাবে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি উদ্দীপিত করে জীবগণকে ভগবৎ মার্গ দর্শনে সাহায্য করেছেন। এঁনারা শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীহংসভগবানের শিষ্য। এই শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে হংস সম্প্রদায়, সনকাদি সম্প্রদায়, (কুমার সম্প্রদায়) এবং দেবর্ষি সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল। শ্রীহংস ভগবানের শিক্ষানুসারে সনকাদি ঋষিগণ অষ্টযম লীলা (দেহাভ্যন্তরস্থ অষ্টপ্রকৃতির সংযম) ও গোপীভাব উপাসনার ধারা প্রবর্তন করেন। তাঁদের এই রচনাই সনৎ সংহিতা নামে বিদিত। পরবর্তীকালে এঁনারা নারদ মুনিকে দীক্ষা প্রদান করেন। ভক্তিমার্গে দেবর্ষি নারদের স্থান সর্বাগ্রে। দেবর্ষি নারদ রচিত নারদ ভক্তিসূত্রে তাঁর গুরুপ্রদত্ত শিক্ষারই বিবরণ পাওয়া যায়। দেবর্ষি নারদের শিষ্য হলেন শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য। শ্রীনিম্বার্ক অরুণ ঋষির পুত্র বলে তাঁকে আরুণি বলেও সম্বোধন করা হয়। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের সময় থেকেই এই সম্প্রদায় শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পরমপিতা ব্রহ্মার চার মানসপুত্র সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার

নিম্বার্ক মতে জীবেই বিশুদ্ধজ্ঞান নিহিত ও জীবই পরমজ্ঞানের আকর। দেহ বা আধার ভেদে জীব অসংখ্য ও জীবের দৈহিক শক্তিও সীমিত। সমুদয় নিম্বার্ক দর্শন মতে জীবই ঈশ্বরের শক্তি স্বরূপ; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই জীবাত্মা রূপে সর্ব জীবে বিরাজমান। জীবের মত পৃথিবীও ঈশ্বরেরই অংশ ও ঈশ্বর হতে সৃষ্ট। ঈশ্বরই জগতের মূল কারণ। মোক্ষ বা মুক্তিলাভই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি যার দ্বারা প্রতি জীবাত্মা তার বিশুদ্ধতম জ্যোতির্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখনই ঘটে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন এবং এটি সম্ভব হয় একমাত্র প্রেমের মাধ্যমে। শুদ্ধ প্রেমই মানব জীবনের প্রধান মূল্যবোধের ভিত্তি। সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিভিন্ন ভাবে বিশুদ্ধ প্রেম ও শুদ্ধা ভক্তিই মানব জীবনকে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বিশুদ্ধ প্রেমই শান্তির উৎস। জ্ঞান-বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তিই বিশুদ্ধ প্রেম জাগরিত করে। নিম্বার্ক মতে জীবের অজ্ঞতাই অক্ষয় প্রেমের অন্তরায়। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ পরমাত্মারূপে সবার হৃদয়েই আসীন কিন্তু অজ্ঞানতার অন্ধকারে তিনি দৃষ্টির অগোচর। তিনি অবিনাশী ও নিত্য। একমাত্র তাঁকে অবগত হতে পারলেই নিজে আনন্দময় ও প্রেমময় হয়ে অপরকে শান্তি ও আনন্দ দিতে পারা যায়।

ব্রহ্মতেজোদৃপ্ত সনকাদি ঋষিগণ সত্যজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দানের মাধ্যমে বহু ঋষি, রাজন ও সাধকবর্গের অপার

মঙ্গল সাধন করেছেন। এমনকি বহু সময়ে অভিশাপ প্রদানের মধ্য দিয়েও ভগবান্ সনৎকুমার অবতার লীলার অবশ্যম্ভাবী ঘটনার ভবিষ্যৎবাণীও করেছেন। শিবপুরাণের রুদ্র সংহিতার পর্বত খণ্ডের অন্তর্গত এমনিই একটি উপাখ্যানের কাহিনী হল—

একবার দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মাকে হিমালয় পত্নী মেনার জন্ম বৃত্তান্ত ও তাঁর সাথে গিরিরাজ হিমালয়ের বিবাহের কাহিনী জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে ব্রহ্মা বলেন গিরিরাজ হিমালয় স্থাবররূপে তুষারাবৃত, প্রস্তরময় অরণ্যসঙ্কুল পর্বত হলেও জঙ্গমরূপে তিনি দিব্যদেহধারী দেবতা এবং সর্বাঙ্গসুন্দর মনোহর রমণীয় তাঁর রূপ। একবার গিরিরাজ হিমালয়ের বিবাহের ইচ্ছা সম্বন্ধে দেবতাগণ অবগত হলে পরে তাঁরা পিতৃগণের কাছে গিয়ে গিরিরাজ হিমালয়ের জন্য তাঁদের কন্যা মেনার পাণি প্রার্থনা করেন। হিরণ্যগর্ভ মনুর সন্তানদের বলা হয় সপ্তর্ষি আর সপ্তর্ষিদের সন্তান হলেন পিতৃগণ। মতান্তরে বিরাট পুরুষ ব্রহ্মাই পিতৃগণের জন্মদাতা। পিতৃগণ সাতজন, এঁদের মধ্যে তিনজন দিব্য তনুধারী আর বাকি চারজনের তেজোময় দেহ। পিতৃগণের স্ত্রী হলেন স্বধা। ভাগবত মতে স্বধা ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের ষাট কন্যার এক কন্যা। পিতৃগণ ও স্বধার তিন কন্যা ছিলেন মেনা, ধন্যা ও কলাবতী। দেবতাগণের প্রার্থনায় পিতৃগণ দেবরূপী হিমালয়ের সঙ্গে তাঁদের অযোনিজা জ্যেষ্ঠা কন্যা মেনার বিবাহ দেন। মেনা পূর্বজন্মে মাতৃবোধে শিব পত্নী সতীর বহু সেবা করেছিলেন।

মেনা, ধন্যা ও কলাবতী এই তিন ভগিনী পরমযোগিনী, পরমজ্ঞানী ও সমস্ত জগতের বন্দনীয়া লোকমাতা। এই তিন ভগিনী একসময় ভগবান বিষ্ণুর নিবাসস্থান শ্বেতদ্বীপে ভগবানকে দর্শনের হেতু গিয়েছিলেন। তাঁদের পূজা অর্চনা স্তব স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁদের কিছুকাল সেখানে বাস করতে আদেশ করেন। সেই সময় সনকাদি ঋষিগণও ভগবানের দর্শন মানসে সেখানে উপস্থিত হন। সমগ্র শ্বেতদ্বীপবাসীগণ ঋষিগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে অভ্যর্থনা করলেন কিন্তু ঐ তিন ভগিনী ঋষিগণের পরিচয় সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত না থাকায় সম্মান প্রদর্শনার্থে উঠে দাঁড়ালেন না । এরূপ আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে ঋষিগণ তাঁদের অভিশাপ দিলেন যে তাঁরা স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে নরলোকে মনুষ্য জন্ম লাভ করবেন।

অভিশপ্ত তিন ভগিনী অনুতপ্ত হয়ে স্তবস্তুতি দ্বারা ঋষিগণকে সন্তুষ্ট করলে পরে সনৎকুমার বললেন যে মনুষ্য জন্মে তাঁরা সাধারণের মত দুঃখ ভোগ করবেন না, উপরন্তু সুখভোগই করবেন। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা মেনা নরলোকে ভগবান বিষ্ণুর অংশ সম্ভূত গিরিরাজ হিমালয়ের পত্নী হবেন এবং দক্ষকন্যা সতী তাঁর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে পার্বতী নামে খ্যাতি লাভ করবেন। পার্বতী কঠিন তপস্যা করে ভগবান শিবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হবেন। পরিশেষে মেনা পার্বতীর বরে নিজ পতির সঙ্গে পরমপদ কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হবেন। দ্বিতীয়া কন্যা ধন্যা মর্ত্যে মহারাজ জনকের পত্নী হবেন এবং মহালক্ষ্মী তাঁর কন্যারূপে অবতীর্ণ হয়ে সীতা নামে খ্যাত হবেন। সীতা ভগবান বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে পতিরূপে প্রাপ্ত হবেন। জীবনান্তে ধন্যা পতির সঙ্গে লক্ষ্মীস্বরূপা সীতার প্রভাবে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হবেন। আর কনিষ্ঠা কলাবতী দ্বাপর যুগের অন্তে বৃষভানু গোপরাজের স্ত্রী হবেন এবং গোলোকধাম নিবাসিনী শ্রীরাধা তাঁর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করবেন। শ্রীরাধা অবতীর্ণ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তমরূপে প্রাপ্ত হবেন। জীবনাবসানে নিজ পতি বৃষভানু সহ কলাবতীও কন্যা রাধার সাথে গোলোকধাম প্রাপ্ত হবেন।

আপাতদৃষ্টিতে সনৎকুমারের শ্রীমুখনিঃসৃত উক্তি অভিশাপরূপ হলেও তাঁর দ্বারা অপার জগৎকল্যাণই সাধিত হয়েছে এবং অভিশপ্ত ভগিনীগণও পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছেন। চতুঃসনের জগৎকল্যাণকারিত্বের এইরূপ বহু উপাখ্যান বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সৃষ্টির মানসে ব্রহ্মার তপস্যায় প্রতি কল্পের প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ চতুঃসন রূপে আবির্ভূত হয়ে পূর্ব কল্পের মহাপ্রলয়ে যে আত্মতত্ত্ব বিনষ্ট হয়েছিল,তা পুনরায় শিষ্যগণকে উপদেশ করেন। সেই তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করেই মুনিগণ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। ভগবান সনৎকুমার বলেন — যাঁদের হৃদয়ে একমাত্র কৃষ্ণভক্তি বিরাজ করে স্বয়ং কৃষ্ণ সেই প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাঁদের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করেন।

গোপীজনের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ চরণে শরণাগত হয়ে নিবেদন করি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

গোপীজন বল্লভ চরণৌ শরণম প্রপদ্যয়ে

—সনৎ কুমার সংহিতা (৩৩-৩৪)

—মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী কেয়া